بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর
মিডিয়া কার্যালয়,
উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

حزب التحرير
HIZB UT TAHRIR

নং: ১৪৪১-০৫/০৩ | বৃহস্পতিবার, ২১ জুমাদাল উলা, ১৪৪১ হিজরী | ১৬/০১/২০২০ ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

পূর্বাচলে পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব বেসরকারী কোম্পানীর হাতে তুলে দেয়ার সিদ্ধান্ত আত্মঘাতমূলক এবং জনগণের বিশ্বাসভঙ্গের শামিল

দুর্নীতিবাজ পুঁজিপতিদের জন্য বিদ্যুৎ খাতে জনগণের অর্থ লুট করার পথ প্রশস্ত করার পর এখন হাসিনা সরকার নতুন শহর পূর্বাচলের পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব একটি বেসরকারী কোম্পানীর হাতে তুলে দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, যার একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে মুনাফা অর্জন, গ্রাহকদের স্বার্থরক্ষা নয়। এবং এই খাতে "দক্ষতা আনয়নের" দোহাই দিয়ে এসব করা হচ্ছে। নতুন ব্যবস্থাপনার আওতায় চীনের ইউনাইটেড ওয়াটার (সুকিয়ান) কোম্পানী এবং বাংলাদেশের ডেলকোট ওয়াটারের সমন্বয়ে একটি বেসরকারী কনসোর্টিয়াম উক্ত প্রকল্পের প্রতিটি প্লটে (জমিতে) পৌঁছানোর রাস্তা ধরে প্রায় ৩২০ কিলোমিটারের একটি 'বিতরণ নেটওয়ার্ক' স্থাপন করবে (ডেইলি স্টার, ০৯ জানুয়ারী, ২০২০)। উপনিবেশবাদী প্রতিষ্ঠান আই.এম.এফ (আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল)-এর বেসরকারীকরণ কর্মসূচিকে ন্যায়সঙ্গত করতে এই মুনাফিক সরকার এতটাই নীচে নেমে গেছে যে, সাধারণ একটি পানি ব্যবস্থাপনায় নিজেকে 'অদক্ষ' হিসেবে উপস্থাপিত করতেও লজ্জাবোধ করছে না। জনগণের জন্য সামান্য একটি মৌলিক সেবা (বেসিক ইউটিলিটি সার্ভিস) দক্ষতার সাথে নিশ্চিতে সরকারের এই ব্যর্থতা তার তথাকথিত 'অলৌকিক উন্নয়ন'-এর প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচিত করেছে, যা নিয়ে তারা গর্ব করে! জনগণের অতিপ্রয়োজনীয় এসব গণমালিকানাধীন সম্পদ ব্যবস্থাপনাকে বেসরকারীকরণ করা হলে এর পরিণতি হবে তাৎক্ষণিক 'মূল্য বৃদ্ধি', কারণ সেবা প্রদানের বদলে মুনাফা অর্জনকেই এসব পুঁজিবাদী কোম্পানীগুলো সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে। তাছাড়া এই পুঁজিবাদী সংস্থা তার ব্যবসা পরিচালনার জন্য যে ঋণ গ্রহণ করবে তার বোঝা বহনে গ্রাহকগণ বাধ্য হবে, যার মধ্যে রয়েছে ঋণের সুদ, কর এবং মূলধনের খাতভিত্তিক ব্যয় (ওভারহেড)। সর্বোপরি, এই জনবিরোধী সরকার প্রতিবছর এর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ৫৬ কোটি টাকা ব্যয় প্রদানে সম্মত হয়েছে, যা জনগণের পকেট থেকেই লুট করা হবে।

হে দেশবাসী, হাসিনা সরকার নির্বিঘ্নে অপরাধ করেই চলেছে, এবং আমাদেরকে কঠোর জীবনযাপনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। বিদ্যুৎ খাতে পুঁজিবাদী কোম্পানীগুলোর পক্ষে জনগণের তহবিল অপব্যয়ের পরপরই সরকার এখন পানিসম্পদ খাতে আরও একটি অপরাধের প্রস্তুতি নিচ্ছে, যা আমাদের জন্য দুর্দশা ছাড়া আর কিছুই বয়ে আনবে না। বাস্তবতা হচ্ছে এই সরকারের 'মিথ্যা উন্নয়নের' আখ্যান এখন তীব্র অর্থ সংকটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার পথে। তাই আই.এম.এফ-এর মতো সাম্রাজ্যবাদী প্রতিষ্ঠান থেকে আরও ঋণ গ্রহণের জন্য হাসিনা সরকার তাদের প্রস্তাবিত গণমালিকানাধীন সম্পদের বেসরকারীকরণ কর্মসূচি বাস্তবায়নে লিপ্ত হয়েছে, যা কখনও কোন দরিদ্র জাতির জন্য উপকার বয়ে আনেনি, বরং এধরনের কর্মসূচি বাস্তবায়নের পরে তাদের অর্থনীতি আরও খারাপের দিকে মোড় নিয়েছে, কারণ সরকারগুলোকে ঋণ পরিশোধের জন্য জনগণের উপরে আরও উচ্চহারে শুল্ক আরোপ করতে হয়েছে। যদি এখনও আমরা নীরবে পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের শাসন প্রত্যক্ষ করতে থাকি এবং আই.এম.এফ-এর কর্মসূচিগুলো যে দুর্দশা নিয়ে আসছে তা স্বীকার করে নেই, তবে এই যুলুম এবং দুর্ভোগের দিন শেষ হবে না।

আসন্ন খিলাফতে রাশিদাহ্ পানি সম্পদকে "পণ্য" হিসেবে বিবেচনা করবে না, বরং এর উপর নাগরিকদের শারী'আহ্ প্রদত্ত অধিকার বাস্তবায়ন করবে। ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অধীনে অনতিবিলম্বে বেসরকারী সংস্থাগুলোর সাথে এই ধরনের জনবিরোধী চুক্তি বাতিল করা হবে এবং খিলাফত রাষ্ট্র শারী'আহ্'র ভিত্তিতে নির্ধারিত গণমালিকানাধীন ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব গ্রহণ করবে, কারণ ইসলামে গণমালিকানাধীন সম্পদের বেসরকারীকরণ নিষিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন:

"মুসলিমগণ তিনটি জিনিসে অংশীদার: পানি, চারণভূমি এবং আগুন (জ্বালানী শক্তি)।" [আবু দাউদ]

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর মিডিয়া কার্যালয়, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ